দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

১৩

শীঘ্রই বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী চালু হচ্ছে পরীক্ষামূলকভাবে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের জন্য শীঘ্রই "বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী" নামে এক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করতে যাচ্ছে। বিভিন্ন সমীক্ষা ও জরিপের পর তৈরি এ মাষ্টার প্লান পরীক্ষামূলকভাবে ফদিরপুর, কুমিল্লা, বগুড়া ও যশোর জেলার সব বিদ্যালয়ে চালু হবে। মাদ্রাসাসহ ৮ হাজার ১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ কর্মসূচীর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ কোটি ৪৬ লাখ ৮৪ হাজার। বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক ও সিডা এ প্রকল্পের অর্থ দেবে। কর্মসূচী বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরে পর্যায়ক্রমে সকল জেলায় চালু হবে এই প্রগাঢ় বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী। এ খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে শিশুদের প্রস্তুত করার জন্য বিদ্যালয়ই উপযুক্ত স্থান-এ ধারণার ভিত্তিতে ১৯৫১ থেকে '৭২ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ২৩টি স্কুল হেলথ ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। দু'টি ক্লিনিক থানা সদরে বাকি ২১টি পুরানো জেলা শহরে। এসব ক্লিনিকের বার্ষিক আবর্তক ব্যয় রাজস্ব খাতে ৫৮ লাখ টাকা। জেলা শহরের ক্লিনিকগুলোতে শুধুমাত্র অতি সাধারণ রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব। বাকি রোগ ও রোগ সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য হাসপাতালের শরণাপন্ন হতে হয় বলে সূত্র জানায়।

সূত্রমতে, বিদ্যমান অবস্থার কারণে স্কুল হেলথ ক্লিনিকের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং সমস্যাও বেড়ে গেছে বহুগুণ। সার্বিক প্রয়োজনীয়তা এবং আর্থিক স্বল্পতা বিবেচনা করে মাষ্টার প্লানে বিকল্প পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়েছে।

প্লানে স্কুল হেলথ ক্লিনিকের নাম পরিবর্তন করে 'স্কুল হেলথ ইউনিট' রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের রেফারেল পদ্ধতিতে সরাসরি স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা থাকবে। স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সম্যক জ্ঞান দেয়া হবে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একজন করে শিক্ষককে দেয়া হবে স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ। চার জেলার তৃণমূল পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ কর্মসূচী চালু হবে বলে সূত্র জানায়।